



69963 - ঘরে সূরা বাক্বারা পড়ার পদ্ধতিকাী? ক্যাসটে-প্লয়োর থেকে পড়া কী যথেষ্ট?

প্রশ্ন

ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা এবং এ সূরার পঠন শয়তানকে তাড়ানো: সূরাটি উচ্চস্বরে পড়া কী আবশ্যকীয়? ক্যাসটে-প্লয়োর ব্যবহারে মাধ্যমে কী এ উদ্দেশ্যে হাছলি হতে পারে? সূরাটি ভাগ ভাগ করে পড়লে কী যথেষ্ট হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ সূরা বাক্বারার মহান ফযলিতরে কথা জানিয়েছেন এবং এই সূরার মহান কছি আয়াত যমেন- আয়াতুল কুরসি ও শেষে দুই আয়াত-এর ফযলিতরে কথাও জানিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরার ফযলিত সম্পর্কে যা কছি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে যে ঘরে এ সূরাটি পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় এবং যাদু থেকে সুরক্ষা ও যাদুর চকিত্সায় এটি উপকারী।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

رواه مسلم 780

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানো না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।"[সহি মুসলিমি (৭৮০)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

জমহুর আলমে শব্দটিকে ينفر এভাবে পড়ছেন। আর সহি মুসলিমিরে কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন: يُفْرُ উভয়টি সহি।[শারহু মুসলিমি (৬/৬৯)]

আবু উমামা আল-বাহলৌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: "তোমরা সূরা বাক্বারা পড়। কেননা এর পাঠে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতলিপন্থীরা এতে সক্ষম হয় না।"[সহি মুসলিমি (৮০৪)]



বাতলিপন্থীরা হচ্ছো: যাদুকরণ।

এটা উচ্চস্বরে পড়া শর্ত নয়। বরং ঘরে পড়া বা তলোওয়াত করাই যথেষ্ট; এমনকি সটো নমিনস্বরে হলও। অনুরূপভাবে একবারে পড়া শর্ত নয়। বরং ধাপে ধাপে পড়া যত্নে পারে। অনুরূপভাবে তলোওয়াতকারী একজন হওয়া শর্ত নয়। বরং ঘরবাসী নজিদে মধ্যমে ভাগ করে নেয়া জায়গে। যদিও এক ব্যক্তির একবারে পড়াটা উত্তম।

রডেও বা ক্যাসটে থেকে বেরিয়ে আসা ধ্বনিকে পড়া হিসেবে গণ্য করা জায়গে নয়। বরং অবশ্যই ঘরবাসীদের নজিদে কয়েক পড়তে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ)কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা "বাক্বারা" পড়ে তার ঘরে শয়তান প্রবশে করে না। কিন্তু সূরাটি যদি ক্যাসটে রেকর্ড করে রাখা হয় তাহলে কি একই বিষয় হাছলি হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

না, না। ক্যাসটে শব্দ কছিই না। এটা কোন উপকার দবিই না। কনেনা ক্যাসটে বাজিয়ে এ কথা বলা যায় না যে, "সে কুরআন পড়ছে"। বলা যায়: "সে পূর্বে তলোওয়াতকৃত ক্বারীর কণ্ঠস্বর শুনছে"। তাই আমরা যদি কোন এক মুয়াজ্জনিরে আযান রেকর্ড করে রাখি এবং যখন ওয়াক্ত হয় তখন সটোকে মাইক্রোফোনে চালু করে এটাকে আযান হিসেবে গ্রহণ করি— এটা কি জায়গে হবে? জায়গে হবে না। অনুরূপভাবে আমরা যদি একটি হুদয়াগ্রহী খোতবা রেকর্ড করে রাখি। এরপর যখন জুমার দনি আসবে তখন আমরা মাইক্রোফোনের সামনে ক্যাসটে-প্লয়ের এ রেকর্ডটা চালু করি। ক্যাসটে প্লয়ের বলল:

"আসসালামু আলাইকুম"। এরপর মুয়াজ্জনি আযান দলি। তারপর ক্যাসটে-প্লয়ের খোতবা দলি। এটা কি জায়গে হবে? জায়গে হবে না। কেন? কনেনা এটা পূর্ববর্তী একটি কণ্ঠস্বরের রেকর্ড। যমেনভাবে আপনি যদি কোন একটি কাগজে লখিনে কথিবা ঘরে একটি মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) রাখেন পড়ার বদলে সটো কি যথেষ্ট হবে? না; যথেষ্ট হবে না। [আসয়লিতুল বাব আল-মাফতুহ (প্রশ্ন নং-৯৮৬)]

কিন্তু ঘরের লোকদের মধ্যে সূরা বাক্বারা পড়তে পারার মত কটে যদি না থাকে এবং ঐ ঘরে এসে পড়ে দবিই এমন কটে যদি না থাকে; সক্ষেত্রে তারা যদি ক্যাসটে-প্লয়ের ব্যবহার করে ইনশাআল্লাহ্ অগ্রগণ্য মত হচ্ছো— এতে করে তারা এ ফযলিত তথা 'ঘর থেকে শয়তানকে পলায়ন করা'র ফযলিত হাছলি করবে। বিশেষতঃ ঘরবাসীর মধ্যে কটে যদি ক্যাসটে-প্লয়ের এ পড়াটা শুনবে।

শাইখ বনি বায় (রহঃ) কে এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল যে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে ইমাম মুসলমি তাঁর সহি গ্রন্থে সংকলন করছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানও না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয়



সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে"। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: যদি কটে একটা ক্যাসটে-প্লয়োর সূরা বাক্বারার রকেডকৃত ক্যাসটে বাজায় এবং সম্পূর্ণ সূরাটি পড়া শেষে হওয়া পর্যন্ত ক্যাসটে চালু রাখা? নাকি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে সূরাটি পড়তে হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

যে অভিমতটি অগ্রগণ্য (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) গোটা সূরাটি রডিওতে কিংবা ঘরে মালকিরে নজি পড়ার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'শয়তান পালিয়ে যাওয়া'র যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটা হাছলি হবে। কিন্তু শয়তান পালিয়ে গেলেও পড়া শেষে হলে আবার না-ফরো অনবির্য নয়। যমেনটি শয়তান আযান ও ইকামত শুনলে পালিয়ে যায়; এরপর সে ফরিতে এসে ব্যক্তি ও তার অন্তরে মাঝে আড়াল তরী করে এবং বলে: এটা এটা স্মরণ কর। যমেনটি এ মরমে সহহি হাদিসি বরণতি হয়েছে। তাই মুমনি ব্যক্তির জন্য শরয়িতরে বধিান হল তিনি সর্বদা আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবনে, শয়তানের ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা ও যে পাপরে দকি শয়তান ডাকে— এসব ব্যাপারে সাবধান থাকবনে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৪/৪১৩)]

দখোন: [132431](#) নং প্রশ্নোত্তর।